বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম

(৪ বছর মেয়াদি)

প্রবিধান-২০০০

(বোর্ড সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকাশিত)

বাকাশিবো/একাডে/৯৪৯/ডিসেম্বর ২০০২

CamScanner

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম

(৪ বছর মেয়াদি)

প্রবিধান ২০০০

(বোর্ড সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকাশিত)

বাকাশিবো/একাডে/৯৪৯/ডিসেম্বর ২০০২

CamScanner

১.৬ যে কোন ইন্সটিটিউট/প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে বোর্ডের অনুমোদনক্রমে প্রচলিত তালিকাভূক্ত শিক্ষাক্রমের বিষয়সমূহ হতে ভিন্ন বিষয়/বিষয়সমূহ সম্বলিত ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করতে পারবে। এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত শিক্ষাক্রমের মান ও সময়সীমা প্রচলিত শিক্ষাক্রমের অনুরূপ হতে হবে।

১.৭ কৃতকার্য ছাত্রছাত্রীদের সনদপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের (সকল টেকনোলজি) মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ও পর্বের গুরুত্ব নিম্নরূপ হবে।

গ্রেডিং পদ্ধতি (The Grading System)

প্রতি সিমেস্টারে একজন ছাত্রছাত্রী প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে লেটার গ্রেড এবং তার বিপরীতে গ্রেড পয়েন্ট (GP) অর্জন করবে । নিম্নবর্ণিত নিয়মে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে লেটার গ্রেড এবং তার বিপরীতে গ্রেড পয়েন্ট প্রদান করা হবে।

প্রাপ্ত নম্বর	লেটার গ্রেড	গ্রেড পয়েন্ট (GP)
৮০% এবং এর উপর	A^+	৪.০০
৭৫% থেকে ৮০% এর নিচে	A	৩.৭৫
৭০% থেকে ৭৫% এর নিচে	A^-	৩.৫০
৬৫% থেকে ৭০% এর নিচে	B^+	৩.২৫
৬০% থেকে ৬৫% এর নিচে	B	৩.০০
৫৫% থেকে ৬০% এর নিচে	B^-	২.৭৫
৫০% থেকে ৫৫% এর নিচে	C^+	২.৫০
৪৫% থেকে ৫০% এর নিচে	C	২.২৫
৪০% থেকে ৪৫% এর নিচে	D	২.০০
৪০% এর নিচে	F	০.০০

CamScanner

গড় গ্রেড পয়েন্ট হিসাব পদ্ধতি (Calculation of GPA)

নিম্নে সিভিল টেকনোলজি বিভাগের ১ম পর্বে একজন শিক্ষার্থীর নম্বরের ভিত্তিতে GPA হিসাব পদ্ধতি দেখানো হল ঃ

কোর্স	T	P	C	লেটার গ্রেড	গ্রেড পয়েন্ট (GP)
সিটি-১১৩	২	৩	৩	A	৩.৭৫
সিটি-১১২	০	৬	২	A^+	৪.০০
ইটি-১২৪	৩	৩	৪	B^-	৩.২৫
এমটি-১১৩	০	৩	১	A	৩.৭৫
এমএস-১১৪	৩	৩	৪	A^+	৪.০০
এমএস-১২৪	৩	৩	৪	A^+	৪.০০
এসএস-১১২	২	০	২	B^+	৩.২৫
এসএস-১২২	২	০	২	A	৩.৭৫
এসএস-১৩২	২	০	২	A	৩.৭৫
পিএড-১১১	০	১	১	A^+	৪.০০

$$\Sigma GP = ৩৭.৫$$

$$GPA = \frac{\Sigma GP}{\text{বিষয় সংখ্যা}}$$

$$= \frac{৩৭.৫}{১০} = ৩.৭৫$$

পর্ব ভিত্তিক GPA এর গুরুত্ব ঃ

১ম পর্ব	ঃ ৫%
২য় পর্ব	ঃ ৫%
৩য় পর্ব	ঃ ৭.৫%
৪র্থ পর্ব	ঃ ৭.৫%
৫ম পর্ব	ঃ ১৫%
৬ষ্ঠ পর্ব/ইন্ডাঃ ট্রেনিং	ঃ ২০%/১৫%
৭ম পর্ব/ইন্ডাঃ ট্রেনিং	ঃ ২০%/১৫%
৮ম পর্ব	ঃ ২৫%
	মোট = ১০০%

CGPA (Cumulative Grade Point Average) হিসাব পদ্ধতি

পর্ব	পর্ব ভিত্তিক GPA	গুরুত্ব	গুরুত্ব অনুযায়ী অংশ (X)
১ম	৩.৫০	৫%	০.১৭৫
২য়	৩.৬০	৫%	০.১৮০
৩য়	৪.০০	৭.৫%	০.৩০০
৪র্থ	৩.৮২	৭.৫%	০.২৮৭
৫ম	৩.৯০	১৫%	০.৫৮৫
৬ষ্ঠ	৪.০০	১৫%	০.৬০০
৭ম	৩.৭০	২০%	০.৭৪০
৮ম	৩.৮২	২৫%	০.৯৫৫

$\Sigma X = ৩.৮২২$

CGPA= ৩.৮২

২. **ছাত্রছাত্রী ভর্তি ঃ**

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমে ভর্তি হওয়ার ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষা পাস।

২.১ বোর্ডের কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটি এ শিক্ষাক্রমের ভর্তি নীতিমালা প্রণয়ন করবে।

৩. **ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও পর্ব সমাপনী পরীক্ষা ঃ**

৩.১ কোন ছাত্রছাত্রী কোন বিষয়ে মোট অনুষ্ঠিত ক্লাশের শতকরা ৮০ ভাগ ক্লাসে উপস্থিত না থাকলে তাকে পর্বমধ্য এবং পর্বসমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার অনুমতি দেয়া হবে না। তবে অসুস্থতা বা অন্যকোন গ্রহণযোগ্য কারণে ইন্সটিটিউটের শিক্ষা পরিষদ সর্বোচ্চ শতকরা ১০ ভাগ উপস্থিতি মওকুফ করতে পারবে। পর্বমধ্য/পর্বসমাপনী পরীক্ষার ক্ষেত্রে পর্বমধ্য পরীক্ষা/এন্ট্রিফরম পূরণের দিন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ক্লাসের ভিত্তিতে হাজিরা হিসেব করতে হবে। পর্বমধ্য পরীক্ষায় যারা নির্ধারিত হাজিরা না থাকার কারণে অংশগ্রহণ করতে পারবে না তাদের পর্বসমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের কোন সুযোগ থাকবে না।

৩.২ ১ম পর্বের ছাত্রছাত্রী ব্যতীত নির্ধারিত হাজিরা অর্জনে ব্যর্থ অথবা শিক্ষা পরিষদের নিকট গ্রহণযোগ্য অন্যকোন কারণে পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় ফরম পূরণে ব্যর্থ ছাত্রছাত্রীকে যে পর্বে ব্যর্থ হয়েছে তার অব্যবহিত পরবর্তী সংশ্লিষ্ট পর্বে পুনরায় ভর্তি হয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগ দেয়া যেতে পারে। ১ম পর্বের ব্যর্থ ছাত্রছাত্রী অব্যবহিত পরবর্তী সংশ্লিষ্ট পর্বে পুনরায় ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। ১ম পর্বে ভর্তি পরীক্ষায় পুনঃ অংশগ্রহণের এ সুযোগ শুধুমাত্র একবারই দেয়া হবে।

৩.৩ পর্বমধ্য পরীক্ষার সময় হবে এক ক্রেডিট বিশিষ্ট বিষয়ের জন্য এক ঘন্টা ও একাধিক ক্রেডিট বিশিষ্ট বিষয়ের জন্য দেড় ঘন্টা। পর্বসমাপনী পরীক্ষার এক ক্রেডিট বিশিষ্ট বিষয়ের জন্য দুই ঘন্টা এবং একাধিক ক্রেডিট বিশিষ্ট বিষয়ের জন্য তিন ঘন্টা।

CamScanner

৩.৪ পর্বমধ্য পরীক্ষার জন্য বিষয়-শিক্ষক সংশ্লিষ্ট বিষয়ের/বিষয়সমূহের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করে বিভাগীয় প্রধানের নিকট জমা দিবেন। একই বিষয়ের জন্য একাধিক বিষয়শিক্ষক থাকলে তারা যৌথভাবে বা বিভাগীয় প্রধানের নির্দেশক্রমে তাদের মধ্যে যে কোন একজন প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করবেন। বিভাগীয় প্রধান তার বিভাগের পর্বমধ্য পরীক্ষার সকল প্রশ্নপত্রের সমন্বয় সাধন এবং পরীক্ষান্তে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক/শিক্ষকবৃন্দ দ্বারা উত্তরপত্র পরীক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। প্রয়োজনে বিভাগীয় প্রধান নিজে এবং বিষয়ের শিক্ষক ব্যতিরেকে অন্য যে কোন শিক্ষক/শিক্ষকবৃন্দ দ্বারা উত্তরপত্র পরীক্ষা করাতে পারবেন। একই বিষয়ের জন্য একাধিক পরীক্ষক থাকলে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে পরীক্ষণ নীতিমালা পূর্বেই নির্ধারণ করে উহা বিভাগীয় প্রধান দ্বারা অনুমোদন করে নিতে হবে।

২০০৮/৪.৪

৩.৫ সকল পর্বের প্রত্যেক তত্ত্বীয় বিষয়ের বা বিষয়ের তত্ত্বীয় অংশের মোট নম্বরের ৫০% ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য এবং ৫০% পর্বসমাপনী পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত থাকবে। ধারাবাহিক মূল্যায়নের মধ্যে পূর্ণমানের অর্ধেক পর্বমধ্য পরীক্ষার এবং বাকি অর্ধেক ক্লাস টেস্ট, কুইজ, আচরণ ও উপস্থিতির জন্য নির্ধারিত থাকবে। পর্বমধ্য পরীক্ষার পূর্বে ও পরে ন্যূনপক্ষে দুইটি করে ক্লাস টেস্ট ও কুইজ অনুষ্ঠিত হবে। ক্লাস টেস্ট, কুইজ, আচরণ ও উপস্থিতির জন্য নম্বর বিন্যাস হবে নিম্নরূপ ঃ

ক্লাস টেস্ট ঃ (তত্ত্বীয় বিষয় বা বিষয়ের তত্ত্বীয় অংশের মোট নম্বরের ভিত্তিতে)	১০%
কুইজ ঃ	৮%
আচরণ ঃ	২%
উপস্থিতি ঃ (৭০% উপস্থিতির উর্ধ্বে আনুপাতিক হারে)	৫%

[উপস্থিতি ৯০% এর উপরে ৫%
৮০% -৯০% ৪%
৭০%-৭৯% ২%]

৩.৬ বিষয় শিক্ষকগণ ক্লাস টেস্টের তারিখ, সময় ও স্থান পূর্বেই ছাত্রছাত্রীদিগকে অবহিত করবেন। কুইজসমূহ ক্লাস চলাকালীন যে কোন সময় অনুষ্ঠিত হতে পারে।

৩.৭ ইন্সটিটিউট কর্তৃপক্ষ পর্বমধ্য পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সংরক্ষণ করবেন এবং প্রতি বিষয়ের এক সেট প্রশ্নপত্র পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর বোর্ডে প্রেরণ করবেন।

৩.৮ বিষয়শিক্ষক পর্বমধ্য পরীক্ষার পরীক্ষিত উত্তরপত্র সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীদেরকে ৭ কার্যদিবসের মধ্যে ক্লাসে দেখানোর পর নম্বর তালিকাসহ উহা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানের নিকট জমা দিবেন।

৩.৯ সকল পর্বের প্রত্যেক ব্যবহারিক বিষয় বা বিষয়ের ব্যবহারিক অংশের ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য ৬০% নম্বর ও পর্ব সমাপনী ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য ৪০% নম্বর নির্ধারিত থাকবে। যে সকল বিষয়ের পর্ব সমাপনী পরীক্ষা নেই সে সকল বিষয়ের/বিষয়গুলোর ধারাবাহিক মূল্যায়নের নম্বর হবে ১০০%। ব্যবহারিক বিষয়/বিষয়ের ব্যবহারিক অংশের মান বন্টন হবে নিম্নরূপ ঃ

ধারাবাহিক মূল্যায়ন ঃ

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	১০০% এর ক্ষেত্র	৬০% এর ক্ষেত্র
ক. জব/এক্সপেরিমেন্ট	৬০%	৩০%
খ. বাড়ির কাজ	১০%	৫%
গ. জব/এক্সপেরিমেন্ট রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ	১০%	৫%
ঘ. জব/এক্সপেরিমেন্টের উপর মৌখিক পরীক্ষা	৮%	৮%
ঙ. আচরণ	২%	২%
চ. উপস্থিতি	১০%	১০%
[উপস্থিতি ৯০% এর উপরে	১০%	
৮০% -৯০%	৮%	
৭০%-৭৯%	৪%]	

৩.১০ ১ম হতে ৪র্থ পর্বে কোন ছাত্রছাত্রী পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় এক বা দুই বিষয়ে তত্ত্বীয় অথবা ব্যবহারিক অংশের কমপক্ষে শতকরা ২০ নম্বর পেয়ে F গ্রেড পেলে তাকে সাময়িকভাবে পরবর্তী পর্বে অধ্যয়ন করার অনুমতি দেয়া যাবে। তবে যে বিষয়ে বা বিষয়দ্বয়ে F গ্রেড পেয়েছে সে বিষয়ে বা বিষয়দ্বয়ে পরিপূরক (সাপ্লিমেন্টারী) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পৃথকভাবে শতকরা ৪০ ভাগ বা ততোধিক নম্বর পেলে তাকে ঐ বিষয়ে বা বিষয়দ্বয়ে উত্তীর্ণ বলে গণ্য করা যাবে এবং সাময়িকভাবে প্রদত্ত অনুমতি বহাল থাকবে। পরিপূরক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে গ্রেড প্রদান করা হবে।

৩.১১ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ/৭ম এবং ৮ম পর্বের ক্লাস সমপনান্তে পর্বসমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

৩.১২ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট ইন্সটিটিউটে অথবা অন্য কোন ইন্সটিটিউটে/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হবে।

৩.১৩ বোর্ড ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ/৭ম এবং ৮ম পর্বের সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/বোর্ড কর্তৃক মনোনীত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবেন। ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পর্বের সমাপনী পরীক্ষার উত্তরপত্র অভ্যন্তরীণভাবে অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে এবং ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম পর্বের সমাপনী পরীক্ষার উত্তরপত্র বোর্ড কর্তৃক নিয়োগকৃত পরীক্ষক দ্বারা মূল্যায়ন করা হবে।

৩.১৪ ১ম হতে ৪র্থ পর্বের জন্য পর্বের শেষ সপ্তাহে পর্ব সমাপনী ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এ পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ ও নম্বর প্রদানে (গ্রেডিং) সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষককে সহায়তা করা জন্য বিভাগীয় প্রধান যে কোন শিক্ষক নিয়োগ করতে পারবেন।

CamScanner

৩.১৫ (ক) সকল পর্বের ছাত্রছাত্রীকে প্রতি বিষয়ে/বিষয়ের অংশে শতকরা ৪০ নম্বর পেয়ে তত্ত্বীয় ধারাবাহিক মূল্যায়ন, ব্যবহারিক ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও পর্বসমাপনী (তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক) পরীক্ষায় পৃথকভাবে পাশ করতে হবে। তত্ত্বীয়/ব্যবহারিক অংশে ধারাবাহিক মূল্যায়নে কোন বিষয়/বিষয়সমূহে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীর সংশ্লিষ্ট পর্বসমাপনী পরীক্ষার (১ম হতে ৮ম) উক্ত বিষয়/বিষয়সমূহে অকৃতকার্য ঘোষণা করা হবে। উক্ত পরীক্ষার্থী পরবর্তী সংশ্লিষ্ট পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় উক্ত বিষয়/বিষয়সমূহে পর পর সর্বাধিক দু'বার ভর্তি হয়ে নিয়মিতভাবে অধ্যয়ন করে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারবে। এ পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। এ সুযোগ গ্রহণ করে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে ঐ ছাত্রছাত্রী আর কোন সুযোগ পাবে না।

(খ) সকল পর্বের ঐচ্ছিক বিষয়/বিষয়সমূহের তত্ত্বীয়/ব্যবহারিক অংশে পর্বসমাপনী পরীক্ষায় শতকরা ২০ বা তদুর্ধ্ব নম্বর পেয়ে অকৃতকার্য হলে উক্ত বিষয়/বিষয়সমূহে পরিপূরক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। এ সুযোগ শুধু একবারই দেয়া হবে।

(গ) পর্বসমাপনী/পরিপূরক পরীক্ষায় অকৃতকার্য ১ম হতে ৪র্থ পর্বের ছাত্রছাত্রী যে বিষয়ে/বিষয়গুলোতে অকৃতকার্য হয়েছে শুধুমাত্র সে বিষয়ে/বিষয়গুলোতে পরবর্তী সংশ্লিষ্ট দুটি পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে পরবর্তী পর্বে অধ্যয়ন করার সুযোগ পাবে। এ পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনা করে ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। এ সুযোগ গ্রহণ করে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে ঐ ছাত্রছাত্রী আর কোন সুযোগ পাবে না।

CamScanner

৩.১৬ কোন ছাত্রছাত্রী কোন পর্বে উত্তীর্ণ হওয়ার পর পরবর্তী পর্বে অধ্যয়ন করা থেকে বিরত থাকলে ঐ ছাত্রছাত্রী পর পর সর্বাধিক দুবার সংশ্লিষ্ট পর্বে পুনঃভর্তি হয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগ পাবে। এক্ষেত্রে তাকে সংযোগ রক্ষাকারী ফি প্রদান করতে হবে। সিমেস্টার আরম্ভের ১২ কার্যদিবসের মধ্যে পুনঃভর্তি সম্পন্ন করে বোর্ডকে অবহিত করতে হবে।

৩.১৭ ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পর্বের পরীক্ষিত উত্তরপত্র, তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক অংশের ধারাবাহিক মূল্যায়নকৃত ফলাফল বিভাগীয় প্রধান তার বিভাগের শিক্ষকদের সাহায্যে নিরীক্ষণকরতঃ নম্বরপত্র প্রণয়নান্তে ফলাফল সংকলন (টেবুলেশন) করে তিন কপি সংকলন শীট শিক্ষা বিষয়ক পরিষদের অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষের নিকট জমা দিবেন। অনুমোদিত এক কপি সংকলন শীট পরিপূরক পরীক্ষার ফল প্রকাশের এক সপ্তাহের মধ্যে বোর্ডে প্রেরণ করতে হবে।

৩.১৮ শিক্ষা বিষয়ক পরিষদের অনুমোদিত ফলাফলের ভিত্তিতে ১ম হতে ৪র্থ পর্বের জন্য ইন্সটিটিউট/প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত বিষয় সম্বলিত ফলাফল প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ক. ছাত্রছাত্রীদের প্রাপ্ত GPA তালিকা

খ. বিষয় উল্লেখপূর্বক পরিপূরক পরীক্ষাযোগ্য ছাত্রছাত্রীদের তালিকা

৩.১৯ পর্বসমাপনী পরীক্ষার অব্যবহিত পর অভ্যন্তরীণভাবে মূল্যায়নকৃত সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের শতকরা ১০ ভাগ এবং ৩৫% হতে ৪৫% নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের শতকরা ১০ ভাগ উত্তরপত্র বোর্ডে চাহিবামাত্র প্রেরণ করতে হবে। বোর্ড আন্তঃ প্রতিষ্ঠান মান পরীক্ষা করার জন্য প্রেরিত উত্তরপত্রগুলো মূল্যায়ন করবে এবং উক্ত মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানগুলোর মানের সমতা বিধানকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

CamScanner

৩.২০ ৫ম পর্বের সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর ১ম হতে ৪র্থ পর্বের GPA এ প্রবিধানের ১.৭ ধারায় বর্ণিত নিয়ম অনুসারে ৫ম পর্বের পরীক্ষা শেষ হওয়ার পূর্বে নির্ধারিত ফরমে বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

৩.২১ ৫ম, ৬ষ্ঠ/৭ম ও ৮ম পর্বের ব্যবহারিক অংশের ধারাবাহিক মূল্যায়নের প্রাপ্ত নম্বর সংশ্লিষ্ট পর্বের সমাপনী পরীক্ষার সময় অনাভ্যন্তরীণ ব্যবহারিক পরীক্ষকের নিকট হস্তান্তর করতে হবে। জব/এক্সপেরিমেন্ট ভিত্তিক প্রদত্ত বিবরণী প্রয়োজনীয় নিরীক্ষণের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে। অনাভ্যন্তরীণ ব্যবহারিক পরীক্ষক প্রয়োজনে জব/এক্সপেরিমেন্ট ভিত্তিক রেকর্ড পর্যালোচনা করে উক্ত নম্বরে পরিবর্তন করতে পারবেন।

৩.২২ ৫ম,৬ষ্ঠ/৭ম ও ৮ম পর্বের ব্যবহারিক পরীক্ষা অভ্যন্তরীণ ও অনাভ্যন্তরীণ ব্যবহারিক পরীক্ষক যৌথভাবে পরিচালনা করবেন। সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক উক্ত বিষয়ের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষক হিসেবে কাজ করবেন। পরীক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভ্যন্তরীণ পরীক্ষক নিয়োগ করবেন এবং বোর্ড হতে অনাভ্যন্তরীণ ব্যবহারিক পরীক্ষক নিয়োগ করা হবে। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এবং ওয়ার্কশপ অথবা ল্যাবরেটরি সুবিধাদির ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গ্রুপে বিভক্ত করে অনাভ্যন্তরীণ ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষক যৌথভাবে ব্যবহারিক পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি প্রণয়ন করবেন। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী যাতে নির্ধারিত জব/এক্সপেরিমেন্ট নিজ হাতে সম্পন্ন করে তা নিশ্চিত করতে হবে। বিভাগীয় প্রধান পরীক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অনাভ্যন্তরীণ ব্যবহারিক পরীক্ষকের সাথে আলোচনান্তে নোটিশের মাধ্যমে ব্যবহারিক পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি পরীক্ষার্থীদেরকে অবহিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ব্যবহারিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বোর্ড থেকে প্রেরণ করা হবে।

৩.২৩ অভ্যন্তরীণ ও অনাভ্যন্তরীণ ব্যবহারিক পরীক্ষক যৌথভাবে ব্যবহারিক পরীক্ষা তদারক করবেন এবং মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ ও পরীক্ষার্থীদের নম্বর প্রদান করবেন।

CamScanner

৩.২৪ অনাভ্যন্তরীণ ব্যবহারিক পরীক্ষক অভ্যন্তরীণ পরীক্ষকের সাথে আলোচনাক্রমে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত নম্বর বাড়াতে অথবা কমাতে পারবেন। এ বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে অনাভ্যন্তরীণ ব্যবহারিক পরীক্ষকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৩.২৫ ৫ম, ৬ষ্ঠ/৭ম ও ৮ম পর্বের সমাপনী তত্ত্বীয় বিষয়ের উত্তরপত্রসমূহ পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর পরই বীমাকৃত পার্শ্বেল ডাকযোগে বোর্ডে প্রেরণ করতে হবে। বোর্ড কর্তৃক নিয়োগকৃত পরীক্ষক দ্বারা উত্তরপত্র পরীক্ষা করা হবে।

৩.২৬ ৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় তত্ত্বীয় বিষয়ে অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রী পরবর্তী ৬ষ্ঠ/৭ম পর্বের শিক্ষাক্রমে অধ্যয়ন করার সুযোগ পাবে (ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ৬ষ্ঠ পর্বে হলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিংসহ ৭ম পর্বে এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ৭ম পর্বে হলে ৬ষ্ঠ পর্বে) । তবে তাদেরকে পরবর্তী পর্বসমাপনী পরীক্ষায় ৬ষ্ঠ/৭ম পর্বের সকল বিষয়ের সাথে অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমূহে পরীক্ষা দিতে হবে। এ পরীক্ষায় ৫ম পর্বের অকৃতকার্য বিষয়ে/বিষয়সমূহে পাশ করতে না পারলে ৬ষ্ঠ/৭ম পর্বের সকল বিষয়ে পাশ করলেও তাকে কৃতকার্য ঘোষণা করা যাবে না এবং উক্ত বিষয়ে/বিষয়সমূহে অকৃতকার্য রয়েছে ঘোষণা করা হবে। এরূপ অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রী বোর্ডের নির্ধারিত ফি প্রদান করে অনিয়মিত প্রার্থী হিসেবে পরবর্তী পর্বসমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

৩.২৭ ৮ম পর্বের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পর যদি কোন পরীক্ষার্থী ৫ম এবং ৬ষ্ঠ/৭ম অথবা ৮ম পর্বের বিষয়ে অকৃতকার্য হয় তাহলে সে পরবর্তী পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য বিষয়ে/বিষয়গুলোতে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। এরূপ অনিয়মিত পরীক্ষার্থী ৫ম ও ৬ষ্ঠ/৭ম এবং ৮ম পর্বের সকল বিষয়ে কৃতকার্য হলে তাকে প্রাপ্ত CGPA এর ভিত্তিতে উত্তীর্ণ ঘোষণা করা হবে।

CamScanner

৩.২৮ ধারাবাহিকভাবে বা পর্যায়ক্রমে বোর্ড পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে নির্ধারিত ফি প্রদান করে বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ হতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য পূর্ব অনুমতি নিতে হবে।

৩.২৯ ৬ষ্ঠ অথবা ৭ম পর্বে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং অন্যান্য সিমেস্টারের ন্যায় ১৬ কার্য সপ্তাহের একটি একাডেমিক সিমেস্টার হিসেবে বিবেচিত হবে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং এর বাস্তবায়ন বোর্ড কর্তৃক প্রণীত পৃথক নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

৩.৩০ যদি কোন পরীক্ষার্থী তার প্রাপ্ত CGPA এর মান উন্নয়ন করতে চায় তবে নির্ধারিত ফি দিয়ে নিম্নবর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী তা করতে পারবে।

ক. ৫ম পর্বের মান উন্নয়ন ৬ষ্ঠ/৭ম পর্বে

খ. ৬ষ্ঠ/৭ম পর্বের মান উন্নয়ন ৮ম পর্বে এবং

গ. ৮ম পর্বের মান উন্নয়ন পরবর্তী পর্বসমাপনী পরীক্ষায়

তবে B বা তদোর্ধ্ব গ্রেড প্রাপ্ত পরীক্ষার্থীদের মানোন্নয়নের সুযোগ দেয়া হবে না।

৪. ট্রান্সক্রিপ্ট ও সনদপত্র ঃ

(ক) সকল পর্বের ট্রান্সক্রিপট ইংরেজী ভাষায় বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত হবে।

(খ) সনদপত্র শিক্ষাক্রমের মেয়াদ উল্লেখসহ এক পৃষ্ঠায় বাংলা এবং অপর পৃষ্ঠায় ইংরেজি ভাষায় প্রদান করা হবে।

CamScanner

৫. বোর্ডের অনুমোদিত সমন্বিত শৃংখলাবিধি ও উপবিধি এ পাঠ্যক্রমের জন্য অনুসরণ করা হবে। সরকারের পাবলিক এক্সামিনেশন এক্টও এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৬. এ প্রবিধানের কোন ধারার/ধারাসমূহের ব্যাখ্যা প্রদানের অধিকার বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত থাকবে এবং বোর্ডের ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

এ প্রবিধানে অনুল্লিখিত কোন শিক্ষা বিষয়ক বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করার ক্ষমতা বোর্ডের নিকট সংরক্ষিত থাকবে।

CamScanner